কৃষিই সমৃদ্ধি

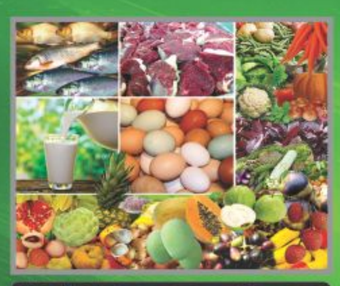

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৩

১৬ অক্টোবর

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জন্য চাই টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা

Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition

কৃষি মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
০১ কার্তিক ১৪২০
১৬ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জীবনের জন্য খাদ্য অপরিহার্য। তবে এই খাদ্য হতে হবে নিরাপদ ও সুষম। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অধিক ফলনের কোন বিকল্প নেই। আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি ও সঠিক উপকরণের ব্যবহার, বাজার ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন সর্বোপরি কম খরচে বেশি ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের বলয় তৈরি করা সম্ভব। একই সঙ্গে টেকসই পরিবেশের বিষয়েও আমাদের সচেতন হতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনায় নিয়েই সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অত্যন্ত আনন্দের কথা, বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে। আমাদের এখন মানসম্মত নিরাপদ ও সুষম খাদ্যের যোগান বৃদ্ধির জন্য আরো সচেষ্ট হতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের বিশ্ব খাদ্য দিবসের স্লোগান 'Healthy people depend on healthy food systems' যা বাংলায় 'সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পুষ্টিকর সুষম খাদ্য গ্রহণের জন্য সবাইকে আহ্বান জানাই।

আমি 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৩'-এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি ব্যবস্থা

খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। খাদ্যের গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখেই বিশ্বের সকল দেশে সকল সময় খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে সকল সময়ে সকল মানুষের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদার বিপরীতে পছন্দমতো পর্যাপ্ত নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাবার প্রাপ্তির বাস্তব ও আর্থিক সুযোগ/ক্ষমতা বুঝায়। সুস্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যকর বা উন্নত খাদ্য ব্যবস্থা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি। তাছাড়া সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, জনগণের পুষ্টি অবস্থার ক্রমোন্নতি ও জনস্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। সমাজে একজন মানুষের প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও দক্ষতা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো যথাযথ পুষ্টি।

খাদ্যের ক্রমবর্তমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার কর্তৃক সুষ্ঠু সার ব্যবস্থাপনা, প্রতিকূল আবহাওয়া তথা খরা, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের শস্য উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিভাগের উৎস থেকে পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকরি ও ফলপ্রসূ কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলে উপকূলবর্তী ১৪টি জেলার জন্য ২০২১ সাল অবধি কৃষি উন্নয়নের জন্য ৫৮ হাজার কোটি টাকার সমন্বিত মাস্টার প্লান প্রণীত হয়েছে এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয়েছে। পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান। অন্যদিকে সম্প্রতি অনুমোদিত জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ তে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি গবেষণা, কৃষি বিপণন, কৃষি সমবায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরী ও যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ক্রমান্বয়ে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সরকার গৃহীত এ সকল কার্যক্রমের কারণে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

খাদ্যের প্রাপ্যতা (Food Availability) ঃ সু-স্বাস্থ্যের জন্য উন্নত খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে প্রথমেই খাদ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুযায়ী ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের (ধান, গম ও ভুট্টা) উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২৮.৯৬ লক্ষ মেঃ টন, ৩৪১.১৩ লক্ষ মেঃ টন, ৩৬০.৬৫ লক্ষ মেঃ টন এবং ৩৪৮.৮৫ লক্ষ মেঃ টন যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ২৭৭.৮৭ লক্ষ মেঃ টন। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু লোকসংখ্যার প্রেক্ষাপটে অনুসৃত কর্মপ্রচেষ্টা আরো জোরদার করার পাশাপাশি অব্যবহৃত ভূমি বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার, হাওড় এলাকার বা পার্বত্য এলাকার ভূমি নিবিড় চাষাবাদের আওতায় আনা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সফল অভিযোজনের লক্ষ্যে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মব্যপ্তি প্রসার করা, ভূ-গর্ভস্থ পানির দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার সম্প্রসারিত করে সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যকরি ও দক্ষ করে তোলা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে আরো বিনিয়োগ করা, পর্যাপ্ত দানাদার খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের সাথে সাথে মৎস্য ও পশুপালন ব্যবস্থাপনায় টেকসই ভেল্যু চেইন প্রতিষ্ঠা করাও প্রয়োজন। একইসাথে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় ভর্তুকি ও ঋণ সুবিধা সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

খাদ্যের সদ্ব্যবহার (Utilization) ঃ সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্যের সদ্ব্যব্যবহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে এ বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র প্রাপ্যতা (availability) ও অভিগম্যতা (accessibility) নাগরিকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন নিরাপদ, পরিমিত, নিয়মিত এবং স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্যগ্রহণ। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, গ্রামাঞ্চলে এমনকি শহরাঞ্চলেও আমাদের দেশে একটি পুষ্টিসম্মত ও ভারসাম্য খাদ্যগ্রহণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। একদিকে যথাযথ অভিগম্যতার অবর্তমান, অন্যদিকে যথাযথ জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে আমাদের খাদ্য গ্রহণ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। বাংলাদেশে এখনো দানাদার খাদ্যসামগ্রী থেকে শক্তির উৎস সুপারিশকৃত হার থেকে অনেক বেশি। দানাদার খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত বা প্রয়োজনীয় মাত্রার প্রায় দেড়গুণ। অন্যদিকে শাকসবজি ও ফল এবং শিম জাতীয় ফল গ্রহণ করা হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় অর্ধেক বা তারও কম।

অসমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থা বা খাদ্যের ব্যবহার স্বাস্থ্যহানির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জনগণের আয় বৃদ্ধি, জীবনশৈলীর পরিবর্তন, ভোগবাদীতে সচেতনতা এবং বিভিন্ন খাদ্যের যথেষ্ট সমাহার খাদ্যের সদ্ব্যব্যবহারে ভূমিকা পালন করতে পারে।

পুষ্টি সচেতনতা ঃ অপুষ্টির একটি অংশ যেমন পুষ্টিহীনতা তেমনি আরেকটি নিয়ামক অংশ হলো অতি পুষ্টি এবং স্থূলতা। গর্ভাবস্থায় শিশুর কম বৃদ্ধি, কম জন্ম-ওজন, খর্বতা, কৃশতা এবং পুষ্টির ঘাটতি সবই পুষ্টিহীনতার অন্তর্ভুক্ত। পুষ্টিহীনতার কারণে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত শিশু পরিণত বয়সে একজন অপুষ্ট ব্যক্তি হিসেবে বড় হয়। ফলে তিনি সমাজ ও জাতির উন্নতিতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে অক্ষম হন। বাংলাদেশে অপুষ্টির হার অত্যন্ত বেশি। বিশ্বব্যংকের তথ্যানুযায়ী (২০০৮) প্রায় ৩৪ শতাংশ নারী শক্তিহীনতায় (energy deficiency) ভুগছে এবং সন্তান জন্মদান বয়সী প্রায় অর্ধেক নারী ও বালিকা লৌহের অভাবজনিত রক্ত শূন্যতায় আক্রান্ত। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা বেশি মাত্রায় অপুষ্টির শিকার তারা হচ্ছেন- শিশু বিশেষ করে কন্যা শিশু, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা, ভূমিহীন শ্রমিক, বস্তিবাসী ইত্যাদি।

বাস্তবায়নাধীন ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১১-১৫) লক্ষ্যানুযায়ী কম ওজন শিশুর সংখ্যা ২০০৭ সালের ৪১ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালে ৩৩ শতাংশে, খর্বাকৃতি শিশুর সংখ্যা ২০০৭ সালের ৪৩ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। অন্যদিকে জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৮ এবং জাতীয় খাদ্য নীতি কর্ম পরিকল্পনায় (২০০৮-২০১৫) খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকলের জন্য বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী নিয়মিত নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য যোগান ও অভিগম্যতার বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে বিশেষত নগর অঞ্চলে মাত্রাতিরিক্ত ওজন, স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস জনস্বাস্থ্যে পুষ্টি সমস্যা হিসেবে বর্তমানে বিবেচিত হচ্ছে। ফাস্টফুড, শুকনো খাদ্য এবং আঁশবিহীন খাদ্যের আধিক্যই মূলত এজন্য দায়ী বলে পুষ্টিবিদরা অভিমত দেন। উন্নত এবং পরিকল্পিত খাদ্য ব্যবস্থা এ সকল সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যে (ক) পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, (খ) জীবন চক্রের সকল ধাপে প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করা, (গ) জনগণের বিশেষত শিশু, বয়ঃসন্ধিকালীন মেয়ে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাসহ সকলের পুষ্টি অবস্থার উন্নতি সাধন, (ঘ) খাদ্যে বৈচিত্র আনা, পুষ্টিমান অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

খাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঃ খাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। যে কোন অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্যের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত করার নিমিত্ত খাদ্য সংরক্ষণ উন্নত করা খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলাদেশে ২০১১-১২ অর্থ বছরে খাদ্য মজুদ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৬২ মিলিয়ন মেঃ টন এ উন্নীত হয়েছে। খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। দেশব্যাপী কম্পিউটার নির্ভর খাদ্য মজুদ মনিটরিং ব্যবস্থাপনা এ অবস্থার আরও উন্নতি করবে মর্মে আশা করা যায়। পাশাপাশি ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৩, জাতীয় পুষ্টি নীতি-২০১৩ প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন হলে টেকসই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে।

সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা, অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণসহ যে কোন পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে যদি না নিরাপদ এবং মান সম্মত খাবার সকলের জন্য নিশ্চিত করা যায়। খাদ্যের প্রাপ্যতা, অভিগম্যতার সাথে সাথে ভোক্তা পর্যায়ে খাদ্যের মান ও গুণাগুণ নিশ্চিত করাও একান্ত অপরিহার্য। ভেজাল, মেয়াদোত্তীর্ণ, পুষ্টিমানবহির্ভূত এবং সর্বোপরি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করা না গেলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা যতই অগ্রসর হোক জনগণের তাতে কোন সুফল বয়ে আনবে না। এ ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে বিএসটিআইসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের আরও কার্যকর ভূমিকা এ অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সকলের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি নিশ্চিত করা সহ খাদ্যে ভেজাল রোধে প্রয়োজনীয় আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থার সমন্বয় আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ আশ্বিন ১৪২০
১৩ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৩' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- 'Healthy people depend on healthy food systems' অর্থাৎ 'সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্বে এসেছে তখনই কৃষিবান্ধব নীতি ও কৌশল গ্রহণ এবং এর সফল বাস্তবায়ন করেছে। এবার সরকারে আসার পর আমরা সার, বীজসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস, কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদান, বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান, নিত্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করেছি। আমাদের এসকল পদক্ষেপের ফলে দেশে খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি।

বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য সত্ত্বেও দেশে খাদ্যমূল্য স্বাভাবিক রয়েছে। আমরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সমন্বিত কৃষি উদ্যোগ ও আধুনিক বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিয়েছি।

আমি নিরাপদ খাদ্যের যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবসের সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রধান উপকরণ। আর সে খাদ্য চাহিদা মিটাতে বিশ্বের সবগুলো দেশ নিরন্তরভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত মানুষের নিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'Healthy people depend on healthy food systems' যা বাংলায় করা হয়েছে 'সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা'। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রতিবারের প্রতিপাদ্য খাদ্য উৎপাদন, যোগান, বিপণন, ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণকে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত করে থাকে। এর মূল কারণ সবাইকে সচেতন ও দায়িত্বশীল করা এবং সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য- এই ভাবনাকে আরো অর্থবহ করা। আমাদের দেশের জন্য এই স্লোগানটি অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং সময়ের দাবি।

খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টিসম্মত খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এখনো অপুষ্টিতে ভুগছে। খাদ্য মানসম্মত না হলে মেধা বিকাশ, শারীরিক গঠন ও শক্তি সামর্থ্য অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করে। সে কারণে বীজ থেকে শস্য উৎপাদন এবং খাবার প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও নিরাপদ খাদ্যের কথা ভাবতে হবে যাতে পুষ্টিসম্মত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

জীবন ধারণের জন্য নিয়মিত খাওয়া আবশ্যকীয়। সেটি হওয়া দরকার পরিমিত এবং অবশ্যই বিশুদ্ধ। উৎপাদন কৌশলে মানসম্মত বীজ ব্যবহার, সময়মতো রোপণ-বপন এবং জৈব-অজৈব সারের সমন্বয়ে সুষম সার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। অপরদিকে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা, ফসলের পরিপক্কতা, শস্য কাটা, মাড়াই, শুকানো, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। সর্বোপরি খাদ্য গ্রহণ পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন করতে হবে।

এ বছরের প্রতিপাদ্যের চেতনা ও মূল্যবোধ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। যাতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পুষ্টিসম্মত সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। দল মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে পুষ্টিসম্মত খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করাই হোক আমাদের আগামী দিনের অঙ্গীকার।

বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপন এ ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

(মতিয়া চৌধুরী)

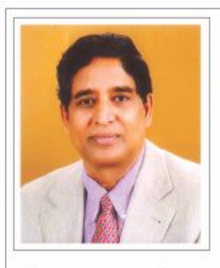

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিশ্ব খাদ্য দিবস, ২০১৩ উদযাপিত হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য দিবসে এবছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- 'Healthy people depend on healthy food systems' যার বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে 'সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা'। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য সুষম খাদ্যের যোগান দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বিশ্বের জনসংখ্যা আজ সাড়ে ছয়শ' কোটি পেরিয়ে গেছে। আমাদের দেশে প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে প্রায় শতকরা দেড় শতাংশ হারে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ফলে বিশ্বের খাদ্য চাহিদা ২০৫০ সন নাগাদ বর্তমানের চেয়ে বেড়ে দ্বিগুণ হবে। কাজেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শুধু খাদ্য উৎপাদন বাড়ালেই হবে না সুষম খাদ্যের দিকে নজর দিতে হবে।
আবাদি জমি অকৃষি খাতে চলে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য অধিকহারে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে এটা যেমন সত্য একইভাবে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে মেধাবী সমাজ গড়তে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যয় কমিয়ে আনার জন্য কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান, কৃষকদের প্রণোদনা দেয়াসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য সংমিশ্রণ প্রতিরোধ সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করছে। আইনটি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে এবং চলতি অধিবেশনেই তা পাস হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ আইন বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি দেশের সচেতন মহলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরও আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

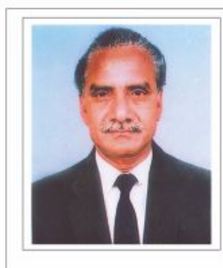

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এ বছরেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথ ও গুরুত্বসহ পালিত হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- **'Healthy people depend on healthy food systems'** যা বাংলায় করা হয়েছে 'সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা'। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নিরাপদ খাদ্যের সংস্থা নিশ্চিত করে সুস্থ দেহ তথা সুস্থ জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এবারের প্রতিপাদ্য যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ ক্ষুধাকে জয় করেছে- এটা সত্য, তবে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও মানসম্মত নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে এখনো প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বর্তমানে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধু ফসল উৎপাদনের ওপর নির্ভর করলেই চলবে না বরং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেও মনোনিবেশ করতে হবে। নিরাপদ, পুষ্টিসমৃদ্ধ ও সুষম খাদ্য সরবরাহের জন্য অধিক ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, মাছ চাষে গুরুত্বারোপ করে খাদ্য ঘাটতি কমিয়ে পুষ্টি চাহিদা পূরণে সবার ঐকান্তিক অংশগ্রহণ প্রয়োজন। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি আমদের টেকসই পরিবেশ সমুন্নত রাখার বিষয়েও উদ্যোগী হতে হবে। খাদ্য উৎপাদনের কোনো পর্যায়েই যেন পরিবেশ, জীববৈচিত্র নষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় নিরাপদ খাদ্যের বলয় তৈরি করে সুখী, সমৃদ্ধ, সোনার বাংলা গড়ে উঠবে-আমরা সে প্রত্যাশা করি।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৩ উদযাপন কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মো. আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এম.পি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-র ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করা হচ্ছে। সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে সুস্থ সবল জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- Healthy people depend on healthy food systems বা 'সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও অর্থবহ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে তালমিলিয়ে খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়েও আমাদের সচেতন হতে হবে। নিরাপদ খাদ্য বলয় তৈরি করা এবং ভবিষ্যৎ খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে নির্মল পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। খাদ্য উৎপাদনের প্রতিটি স্তরেই নিরাপদ পদ্ধতি অনুসরণ করে ভোক্তার কাছে নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য পৌঁছে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে স